অধ্যায়
১১

# কৃষক গ্রুপ/সংগঠন ভিত্তিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি

# কৃষক গ্রুপ/সংগঠন ভিত্তিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) অনুসৃত 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র' একটি নীতি হল কৃষক গ্রুপ/কৃষক সংগঠন এর সঙ্গে কাজ করা। কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সুবিধা হল এই যে এ ক্ষেত্রে একই সঙ্গে অনেক সংখ্যক কৃষককে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সুযোগ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে অনেক কৃষককে কার্যকর ও ফলপ্রসূ সেবা প্রদানের একটি শর্ত হল- যথোপযুক্ত সম্প্রসারণ পদ্ধতি নির্বাচন ও ব্যবহার। কৃষক গ্রুপের সঙ্গে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে যথোপযোগী সম্প্রসারণ পদ্ধতি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়:

- যে পদ্ধতি সম্প্রসারণ কর্মী-কৃষক এবং কৃষক-কৃষক উত্তম মিথষ্ক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে
- পদ্ধতি ব্যয় সাশ্রয়ী হবে
- একই সঙ্গে ও সময়ে অধিক সংখ্যক কৃষক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে কার্যকর ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে
- পদ্ধতি হবে চাক্ষুস বা প্রত্যক্ষ
- পদ্ধতি হবে সহজেই বোধগম্য, আকর্ষণীয় ও প্রযুক্তির সঙ্গে মানানসই।

সম্প্রসারণ প্রযুক্তি/বার্তা প্রচারে একটি মাত্র সম্প্রসারণ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটালেই চলে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিবিষ্ট কার্যকারিতার লক্ষ্যে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কৃষক গ্রুপের মাঝে সম্প্রসারণ প্রযুক্তি/বার্তা প্রচারে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন আছে কিনা তা বিশেষত নির্ভর করবে সম্প্রসারণ প্রযুক্তি/বার্তার প্রকৃতির ওপর।

সম্প্রসারণ পদ্ধতির আগাম পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে এর প্রকৃত সফলতা ও সার্থকতা। যথাযথ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অনুবর্তন (ফলো-আপ) ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেকটি পদ্ধতির প্রকৃত সফলতার মাত্রা নির্ধারণ করা যায় যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং প্রতিটি সম্প্রসারণ পদ্ধতি বাস্তবায়নোত্তর এর যথাযথ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অনুবর্তন (ফলো-আপ) কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মীবৃন্দকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং আন্তরিক হতে হবে; সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও কঠোর অবস্থান থেকে কার্যক্রম তদারক করতে হবে।

গ্রুপ সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলো অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মধারার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সঙ্গে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে যে সকল সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

| | |
|---|---|
| ১.প্রদর্শনী | ৬.লোকজ মাধ্যম |
| ➢ ফলাফল প্রদর্শনী | ৭.কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সদস্যদের সাথে সভা |
| ➢ পদ্ধতি প্রদর্শনী | ৮.উঠান বৈঠক |
| ২.মাঠ দিবস | ৯.কষকের আড্ডা |

| | |
|---|---|
| ৩.জেলা/উপজেলা কৃষি মেলা | ১০.কৃষি জিজ্ঞাসা |
| ৪.খামার পরিভ্রমণ | ১১.অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন |
| ৫.কৃষক সমাবেশ | ১২.আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবস |
| ৬.উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ | ১৩.কৃষক মাঠ স্কুল |

## ১১.১ প্রদর্শনী

প্রযুক্তি হস্তান্তর ও নতুন ধারণা যাচাইয়ে কৃষকদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য কার্যকর একটি মাধ্যম হচ্ছে প্রদর্শনী। সাধারণত স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং কৃষকের তথ্যচাহিদার ভিত্তিতে প্রযুক্তি বা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুবিধা:

- যেখানে লেখাপড়া জানা লোক কম, সেখানে এই মাধ্যম অত্যন্ত ফলপ্রসূ
- শেখার, দেখার ও করার মাধ্যম প্রযুক্তি হস্তান্তরের উৎকৃষ্ট মাধ্যম
- কৃষক অতি সহজেই ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে
- এটি সমন্বিত প্রচেষ্টার একটি ভাল উপায়
- সম্প্রসারণ কর্মীদের ও কৃষকদের বিশ্বাস স্তর বেড়ে যায়
- নেতার সৃষ্টি করে
- কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক
- স্বল্প মূল্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর এর সুবিধা পাওয়া যায়
- কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস কার্যক্রমে প্রদর্শনী সহায়ক ভূমিকা রাখে।

### সীমাবদ্ধতা:

- সময় বেশি লাগে
- সম্প্রসারণ কর্মীর দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল
- যে কোন মৌসুমে ঝুঁকিতে পড়তে পারে (অতিবৃষ্টি/ অনাবৃষ্টি/ বন্যা/ খরা)।

### ফলাফল প্রদর্শনী:

ফলাফল প্রদর্শনী মাঠে বা বসতবাড়ীতে একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলাফল প্রদর্শন করে। কৃষকের সমস্যা ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে ডিএই বিভিন্ন ধরনের ফলাফল প্রদর্শনী উৎসাহিত করে। বিভিন্ন ধরনের ফলাফল প্রদর্শনীর মধ্যে রয়েছে:

- শস্যবিন্যাস প্রদর্শনী
- ব্লক প্রদর্শনী
- একক মৌসুমী প্রদর্শনী
- একক প্রযুক্তি প্রদর্শনী
- গুচ্ছ প্রদর্শনী।

**শস্যবিন্যাস প্রদর্শনী:** শস্যবিন্যাস প্রদর্শনী বছরের তিনটি মৌসুমব্যাপী বাস্তবায়িত হয়। এটি একখণ্ড জমিতে বছরব্যাপী মৌসুমী ফসলের শস্যক্রম প্রদর্শন করে যেমন- খরিফ ২ মৌসুমে রোপা আমন, রবি মৌসুমে ডাল/তৈল শস্য/বোরো ধান এবং খরিফ ১ মৌসুমে ধৈঞ্চা। শস্যবিন্যাস প্রদর্শনীর উপকারিতা হল- কীভাবে একটি নতুন শস্য খামার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমন্বয় করা যায় তা শেখানো সম্ভব হয় (শস্যবিন্যাস মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে)।

**ব্লক প্রদর্শনী:** ব্লক প্রদর্শনীর অর্থ হচ্ছে ব্লক খামারে স্থাপিত একটি বৃহৎ প্রদর্শনী। পাশাপাশি জমিতে চাষাবাদ করে এমন একগ্রুপ কৃষকের সঙ্গে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। এটি শস্যবিন্যাস প্রদর্শনী, একক মৌসুমী, একক প্রযুক্তি বা গুচ্ছ প্রদর্শনীও হতে পারে।

**একক মৌসুমী প্রদর্শনী:** একক মৌসুমী প্রদর্শনীতে সাধারণত শস্য উৎপাদনের একটি দিক প্রদর্শন করা হয়। একক মৌসুমী প্রদর্শনী বছরের একটি মৌসুমে যথা- খরিফ ২, রবি বা খরিফ ১ এর জন্য স্থায়ী হতে পারে।

**একক প্রযুক্তি প্রদর্শনী:** এসব প্রদর্শনী কৃষকের ব্যবহৃত প্রযুক্তির সঙ্গে একটি মাত্র প্রযুক্তির তুলনা করা হয়। একক প্রযুক্তি প্রদর্শনীর দুটি প্লট থাকে, একটি নিয়ন্ত্রণ প্লট যা কৃষকের স্বাভাবিক প্লট (জাত/সার/পানি ব্যবস্থাপনা/পোকা ও রোগ ব্যবস্থাপনা) এবং অন্য একটি প্রদর্শনী প্লট। প্রদর্শনী প্লট ও নিয়ন্ত্রণ প্লটের মধ্যে একটি মাত্র পার্থক্য থাকবে। এটা হচ্ছে এমন প্রদর্শনী যাতে কৃষক পরিষ্কারভাবে একটি পরিবর্তনের উপকারিতা বুঝেন।

**গুচ্ছ প্রদর্শনী:** গুচ্ছ প্রদর্শনী সাধারণত একটি এলাকায় নতুন ফসল প্রবর্তনের জন্য পরিচালনা করা হয়। এতে যেকোন জাতের ফসল কখন চাষ করতে হবে, কী পরিমাণ সার কখন ব্যবহার করতে হবে, সেচের পানি ব্যবস্থাপনায় কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, কীভাবে পোকা মাকড় ও রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং উৎপাদনের অন্যান্য বিষয়াদি প্রদর্শন করা হয়।

## পরিকল্পনা:

ফলাফল প্রদর্শনী পরিকল্পনায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদির সমন্বয় করা যায়:

- উপজেলা পরিকল্পনার ব্যবহার
- প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচন
- প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিকল্পনা
- কৃষক প্রশিক্ষণ।

**উপজেলা পরিকল্পনার ব্যবহার:** উপজেলা পরিকল্পনা কর্মশালার সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে কী প্রদর্শনী, কখন করা হবে। এ পরিকল্পনায় কোনটি সবচেয়ে উপযোগী প্রদর্শনী, একক মৌসুমী বা শস্যবিন্যাস, ব্লক প্রদর্শনী বা একক প্রযুক্তি তা যাচাই করে নির্বাচন করা হয়। তারপর প্রদর্শনীর সময়সূচি ঠিক করা হবে।

**প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচন:** প্রদর্শনীর স্থান সহজে দৃশ্যমান এবং সহজে যাওয়া যায় ও প্রতিনিধিত্বশীল জমিতে হওয়া উচিত। প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত কৃষকেরা লক্ষ্যীভূত গ্রুপের/সংগঠনের প্রতিনিধি হওয়া উচিত, যারা চাহিদা বা

সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং আগ্রহী। যদি একক কৃষক প্রদর্শনী হয় তাহলে এমনভাবে কৃষক নির্বাচিত করতে হবে যেন তিনি মূল সমস্যা গ্রুপের/সংগঠনের সদস্য হন।

**প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিকল্পনা:** প্লটের আকার ও প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সাইন বোর্ডে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, প্রযুক্তির বিবরণ ও মাঠ দিবসের সময়সূচি থাকা উচিত।

**কৃষক প্রশিক্ষণ:** প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য এবং কী জন্য করা হচ্ছে, কী অর্জন করতে চাওয়া হচ্ছে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে প্রদর্শনী পরিচালনাকারী কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**বাস্তবায়ন:** প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার পূর্বে একই দিনে কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা উচিত। প্রদর্শনীর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রদর্শনী স্থাপনের পর অনেকগুলো কাজ করা উচিত। কাজগুলো হলো:

- প্রদর্শনী প্লট নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রদর্শনী পরিচালনাকারী কৃষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা
- প্রদর্শনী স্থানে নিয়মিত গ্রুপের/সংগঠনের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা
- প্রদর্শনীর তথ্য সংরক্ষণ, একটি রেজিস্ট্রারে উপকরণ, প্রয়োগ পদ্ধতি, প্রয়োগের সময়, সমস্যা, উত্তরণের উপায়, ফলাফল লিপিবদ্ধ রাখা
- প্রদর্শনী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

## পদ্ধতি প্রদর্শনী:

পদ্ধতি প্রদর্শনী একটি গ্রুপ সম্প্রসারণ পদ্ধতি যা এক হতে দু ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। এ পদ্ধতি একটা বিশেষ দক্ষতা ধাপে ধাপে প্রদর্শন করে এবং অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করতে সাহায্য করে। এ পদ্ধতিটি অংশগ্রহণমূলক এবং কৃষকদেরকে কাজ করে শিখতে সমর্থ করে।

## পরিকল্পনা:

পদ্ধতি প্রদর্শনীর বিষয় কৃষকের চাহিদা বা সমস্যার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা উচিত। কৃষকের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়গুলো সংজ্ঞায়িত করা উচিত। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে একমত হওয়ার পর কাজের বিশ্লেষণ করা উচিত।

একবার কাজ বিশ্লেষণ হয়ে গেলে, উপযুক্ত সময় ও স্থান ঠিক করা উচিত। এটা কৃষক গ্রুপের/সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে করা উচিত। কৃষকের জন্য সুবিধাজনক দিন ও সময় এবং তাদের বাড়ির কাছাকাছি স্থান পছন্দ করা উচিত।

পদ্ধতি প্রদর্শনী পরিকল্পনার যাচাই তালিকাতে নিম্ন লিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- পদ্ধতি প্রদর্শনের জন্য চাহিদা বা সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং বিষয় সংজ্ঞায়িতকরণ
- কৃষকদের বর্তমান জ্ঞান মূল্যায়নসহ কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কাজের বিশ্লেষণ পরিচালনাকরণ

- উপযোগী স্থান-মাঠ বা বসতবাড়ি, দিন ও সময় নির্ধারণকরণ
- কাজ প্রদর্শন ও অনুশীলন
- প্রয়োজনীয় সামগ্রী (মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপ চার্ট, জীবন্ত নমুনা, যন্ত্রপাতি, কলম ও কাগজ ইত্যাদি) সংগ্রহকরণ
- যারা পদ্ধতি প্রদর্শনে সহযোগীতা করবেন সেসব কৃষককে প্রশিক্ষণ দান ও সংক্ষেপে জানানো
- অনুষ্ঠানের স্থান যে উপযুক্ত তা নিশ্চিত করতে স্থান পরিদর্শন করতে হবে।

### বাস্তবায়ন:

সম্প্রসারণ কর্মী প্রদর্শনী ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, এ জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ তাকে আগেই অনুষ্ঠান স্থানে উপস্থিত হয়ে সবকিছু ঠিক ঠাক আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। পদ্ধতি প্রদর্শনীর সফল বাস্তবায়নের জন্য দরকার:

- একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশ যেখানে কৃষকেরা স্বাচ্ছন্দভাবে তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন
- পদ্ধতি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হবে
- প্রশিক্ষণ সামগ্রীর ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা করতে হবে
- কাজের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পদ্ধতি প্রদর্শন করতে হবে
- গুরুত্বপূর্ণ শিখন বিষয়ের প্রতিটি ধাপ ব্যাখ্যা করতে হবে
- অধিবেশন শেষে একটি সার-সংক্ষেপ করতে হবে
- পদ্ধতিটি অনুশীলনের জন্য কৃষকদের সময় দিতে হবে
- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাদের নিজের খামারে বা বসত বাড়িতে পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে।

## ১১.২ মাঠ দিবস

মাঠ দিবস একটি গ্রুপ সম্প্রসারণ পদ্ধতি যা ফলাফল প্রদর্শনী স্থানে পরিচালিত হয়। মাঠ দিবসে অধিক সংখ্যক কৃষককে প্রদর্শনীর স্থান পরিদর্শনের, কী প্রযুক্তি প্রদর্শনী হচ্ছে তা শিখতে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং নতুন প্রযুক্তি নিজের খামারে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ করে দেয়। অনেকগুলো ধারাবাহিক মাঠ দিবস, বিশেষ করে যেসব প্রদর্শনী এক বছর স্থায়ী হয় যেমন- শস্যবিন্যাস প্রদর্শনী, সেসব প্রদর্শনী কৃষকদেরকে পুনরায় মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

### পরিকল্পনা:

প্রদর্শনী চলাকালীন বিশেষ সময়ে মাঠ দিবসের ব্যবস্থা করা, যেমন- যখন নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে বা যখন প্রদর্শনীর উপকারিতাগুলো ভালভাবে দেখা যায়। শস্য উৎপাদন প্রদর্শনীর জন্য মাঠ দিবস ৩ থেকে ৪ বার করা প্রয়োজন।

- শস্য বোনার বা রোপণের সময়
- যখন সার বা অন্যান্য উপকরণ প্রয়োগ করা হয়
- মৌসুমের মাঝে যখন শস্য বৃদ্ধির পার্থক্য খুব ভালভাবে দেখা যায়
- কাটা ও মাড়াইয়ের সময় যখন ফলন, খরচ ও উপকারিতা তুলনা করা যায়

মৌসুমী প্রদর্শনীর জন্য ২-৩টি মাঠ দিবসের ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। শস্যবিন্যাস প্রদর্শনী পরপর তিনটি মৌসুমে জড়িত, সেক্ষেত্রে প্রতি মৌসুমে ২টি বা বছরে মোট ৬টি মাঠ দিবসের ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

মাঠ দিবসের তারিখ এবং সময় আগেই ঠিক করতে হয় এবং প্রতিবেশী কৃষকদের জানাতে হয়। অংশগ্রহণকারী কৃষকদের সংখ্যা ২০-২৫ জনের বেশি হওয়া উচিত নয়। ছোট গ্রুপ ভালভাবে দেখার এবং কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট হতে ব্যাখ্যা শোনার বেশি সুযোগ পাবে। যেখানে সম্ভব মাঠ দিবসের গুণগত মান বাড়াতে মাল্টিমিডিয়া, শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী বা মুদ্রিত সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত। মাঠ দিবস সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনার যাচাই তালিকায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্রদর্শনী পরিচালনাকারী কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা
- মাঠ দিবসে প্রয়োজন হতে পারে এমন সব সামগ্রী সংগ্রহ করা
- প্রতিবেশী কৃষক ও পূর্বে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কৃষককে মাঠ দিবসের বিষয় জানানো, যেখানে সম্ভব একই আর্থ-সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা হতে কৃষকদেরকে আনা উচিত
- প্রদর্শনী পরিচালনাকারী কৃষক যেন সঠিকভাবে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, কী করা হয়েছে, প্রত্যাশিত লাভ, খরচ ও ফলন ব্যাখ্যা করতে পারেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা
- যাতায়াতে ও মাঠের মধ্যে চলাফেরার সুবিধাদি, মাঠ দিবসে দেখার জন্য পরিচ্ছন্ন দৃশ্যমান প্রভাব আছে তা মাঠ দিবসের আগেই প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করে নিশ্চিত হতে হবে
- মাঠ দিবসে প্রযুক্তি সম্বন্ধে খোলামেলা আলাপ প্রয়োজন, প্রয়োজনে মেগাফোন ব্যবহার করা যেতে পারে।

## বাস্তবায়ন:

এসএএও বা অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মীদের আগেই প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হওয়া উচিত এবং সবকিছু ঠিকমত আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ দিবস সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য দরকার:

- এমন একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে লোকজন প্রশ্ন করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন এবং কৃষকদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে মূল চাহিদার ভিত্তিতেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে
- প্রদর্শনী পরিচালনাকারী কৃষককে মাঠ দিবসে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে, কী করা হয়েছে এবং প্রযুক্তির উপকারিতা ও খরচ সম্পর্কে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে স্বক্রিয় ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করতে হবে
- উপস্থিত কৃষকেরা যাতে প্রদর্শনীর চারপাশ ঘুরতে পারেন এবং ফসল কাছাকাছি থেকে দেখতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখা, প্রদর্শনী ও নিয়ন্ত্রণ প্লট থাকলে এ দু প্লটের মধ্যে পার্থক্য দেখতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা উচিত

- কৃষকদের সঙ্গে সম্প্রসারণ কর্মীদের আনুষ্ঠানিক আলাপের মাধ্যমে জেনে নেয়া উচিত যে তারা প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা, প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের মনোভাব এবং তারা প্রযুক্তি তাদের নিজের খামারে পরীক্ষা করে দেখবেন কিনা?
- অংশগ্রহণকারী কৃষকদের নাম, মোবাইল নম্বর লিখে রাখা উচিত।

## ১১.৩ জেলা / উপজেলা মেলা

অল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আগ্রহ বাড়াতে মেলা একটি কার্যকর পদ্ধতি। মেলা সম্প্রসারণ কাজে অংশগ্রহণকারীদের (পার্টনারদের) মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। মেলায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, অন্যান্য সরকারি সংস্থা, উপকরণ সরবরাহকারী ডিলার/কোম্পানী, নার্সারি মালিক ইত্যাদি দ্বারা উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রযুক্তি কৃষকেরা দেখতে ও অনানুষ্ঠানিক উপায়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করতে সক্ষম হয়।

### পরিকল্পনা:

পরিকল্পনার জন্য উপজেলা কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটিতে (ইউটিসি), উপজেলা পরিষদ সমন্বয় কমিটিতে ও জেলা কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটিতে (ডিটিসি) আলোচনা হওয়া উচিত যাতে সকলে চিন্তা ভাবনায় অংশ নিতে পারেন। মেলার পরিকল্পনায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

- বিষয়বস্তু সময়সূচি ও ব্যবস্থাপনা সামগ্রীর ব্যাপারে বিভিন্ন কমিটির সভায় আলোচনা করা
- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সম্প্রসারণ সংস্থার মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা
- এনজিও, উপকরণ সরবরাহকারী কোম্পানী/ব্যবসায়ী, নার্সারি মালিক, ফল ব্যবসায়ীকে প্রদর্শনী স্টল স্থাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো
- মেলার স্থানের ভৌত নকশা চূড়ান্তকরণ, স্টল সাজানো, প্রদর্শনী সামগ্রী, প্রযুক্তি ও প্রদর্শনী সামগ্রীর প্রদর্শনের ব্যবস্থা, উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা
- জেলা ও উপজেলার মধ্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা উদাহরণস্বরূপ- স্থানীয়ভাবে মাইক, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ব্যবহার করা, সামাজিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা, পোস্টার লাগানো, ডিশ ক্যাবল এবং আঞ্চলিক বেতারের মাধ্যমে প্রচার করা
- ভাল মানের শাক সবজি, ফুল, ফল, ফল ধরা গাছ ও কৃষি দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকা হতে সংগ্রহ করা
- স্থানীয় কৃষকদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা
- অন্যান্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাবধানে উন্নতমানের প্রযুক্তি নির্বাচন করা যার সঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের মিল আছে এবং মেলাতে এগুলোর যথাযথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা
- পুরস্কার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা
- মেলায় মাল্টিমিডিয়া, ডকুমেন্টারী প্রদর্শন ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রদর্শিত প্রযুক্তি সম্পর্কে নির্দেশনা সিট ও যথেষ্ট পরিমাণে লিফলেট তৈরি করা।

### বাস্তবায়নঃ

মেলা আয়োজনের জন্য কোন নির্ধারিত নিয়ম কানুন নেই। এগুলো স্থানীয়ভাবে অন্যান্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা উচিত। মেলা সাধারণত ৩-৭ দিন ব্যাপী হয়ে থাকে। প্রদর্শিত দ্রব্যাদির প্রতি যত্ন নেয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে এগুলো কৃষকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়।

মেলার আবেদন ব্যাপক ভিত্তিক, তাই ব্যাপক প্রচারের দরকার। সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো এবং সাংবাদিকদের বলার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সারপত্র আগেই তৈরি করে রাখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কোন প্রযুক্তি বিস্তারের ইচ্ছা করতে পারেন বা মেলায় যেসব ভাল কৃষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের সম্পর্কে প্রতিবেদন সংবাদপত্রে ছাপানো বা টেলিভিশন, ওয়েব পোর্টাল, ওয়েব সাইট ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

## ১১.৪ খামার পরিভ্রমণ

খামার পরিভ্রমণ হলো, একগ্রুপ কৃষক কোন একটি খামার পরিদর্শন করবেন এবং খামারটি ঘুরেফিরে দেখবেন। এ সময় খামারের মালিক ও কর্মী তাদের সঙ্গে থাকবেন।

খামার পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য হতে পারে:

- একজন প্রতিবেশী কৃষক কীভাবে একটি নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষা বা গ্রহণ করেছেন তা দেখার একটা সুযোগ করে দেয়া
- প্রতিবেশী কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দেখার সুযোগ করে দেয়া
- খামার ব্যবস্থা বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয়া এবং উন্নয়নের সুযোগ চিহ্নিত করা
- খামার পরিভ্রমণ ফিনা প্রক্রিয়ায় কৃষকের অংশগ্রহণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা নিরূপণের একটি প্রয়োজনীয় সম্পূরক পদ্ধতি এবং পিআরএ (PRA) এর একটি কৌশল
- একটি নির্দিষ্ট সমস্যা কীভাবে মোকাবেলা করা যায় বা গ্রুপে/সংগঠনে কীভাবে নতুন প্রযুক্তির ওপর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়, সে ব্যাপারে একমত হতে কৃষকদেরকে একটি সুযোগ দেয়া।

### পরিকল্পনাঃ

খামার পরিভ্রমণের পরিকল্পনায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি থাকতে পারে:

- খামার পরিভ্রমণের উপযুক্ত উদ্দেশ্য, বিষয়, স্থান চিহ্নিত করা
- খামার পরিভ্রমণের জায়গাটি যথাযথ ও সহজে যাতায়াত উপযোগী এটা নিশ্চিত হতে জায়গাটি আগেই পরিদর্শন করা
- যেসব কৃষকের খামার পরিভ্রমণ করা হবে তারা যেন প্রস্তুত থাকেন এবং তাদের খামার ব্যবস্থাপনা যেমন- সমস্যা, সুবিধাদি, উদ্ভাবন ও গৃহীত প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা
- অংশগ্রহণকারী কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তারিখ ও সময় নির্ধারন করা এবং কোথায় একত্রিত হয়ে খামার পরিভ্রমণ শুরু করবেন সে ব্যাপারে একমত হওয়া

### বাস্তবায়ন:

এসএএওকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ যথাযথ স্থানে উপস্থিত হওয়া উচিত। সফল বাস্তবায়ন করতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

- একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ স্বাচ্ছন্দভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন
- খামার পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা এবং কৃষকদেরকে খামার পরিভ্রমণের মূল বিষয় মনে করিয়ে দেয়া
- সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যে কোন রাস্তা দিয়ে খামারে যেতে হবে, কোন কৃষক খামার চাষাবাদ করেছেন এবং কে অংশগ্রহণকারীদের পরিচালনা করবেন তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়া
- পরিভ্রমণের সময় নিশ্চিত করতে হবে যে খামার পরিচালনাকারী কৃষক সমস্যা, সুযোগ সুবিধাদি, উদ্ভাবন বা পরীক্ষাকৃত বা গৃহীত প্রযুক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন
- অংশগ্রহণকারী কৃষকদের নাম, মোবাইল নম্বর লেখা
- পরিভ্রমণ শেষে প্রধান শিখন বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ করা।

## ১১.৫ কৃষক সমাবেশ

কৃষক সমাবেশ হচ্ছে বড় ধরনের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে একটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে সমন্বিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এগুলো শুধুমাত্র সফল প্রযুক্তি প্রবর্তনের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

### পরিকল্পনা:

কৃষক সমাবেশ বড় মাঠ দিবসের মতো বাইরে আয়োজন করা যায়। কারণ এটি অনেক কার্যক্রমের সমন্বয়ে একটি একক অনুষ্ঠান। তাই এটা সাবধানে পরিকল্পনা করা দরকার। এটা অবশ্য অন্যান্য সম্প্রসারণ প্রদানকারীদের অংশীদারিত্ব নেয়ার সুযোগ করে দেবে। সফল কৃষক সমাবেশের পরিকল্পনার কিছু ধারণা নিচে দেয়া হলো:

- একটি কর্মসূচির ব্যাপারে একমত হওয়া যেমন- উদ্বোধন, উপস্থাপন, লোকজ সঙ্গীত, অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপন, লোকজ নাটক, পুরস্কার বিতরণ
- সহায়ক সামগ্রী পছন্দ ও তৈরি করা (যেমন- ব্যানার, লিফলেট)
- অনুষ্ঠানের স্থান সাবধানে নির্বাচন করা উচিত যাতে অনেক লোকের বসার জায়গা থাকে এবং আকর্ষণীয় করে সাজানো হয়, অনুষ্ঠানের স্থান সকল কৃষকের নিকট সহজে যাতায়াত উপযোগী হতে হবে
- একবার তারিখ ও অনুষ্ঠানের স্থানের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে প্রচার করা উচিত। প্রচারের জন্য পোস্টার তৈরি ও বিতরণ করা যেতে পারে, ক্যাবল টিভি, বেতারেও প্রচার করা যেতে পারে, ডিএই কর্তৃক কৃষক গ্রুপকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা যেতে পারে
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পার্টনার সংস্থাগুলোকে জড়িত করা উচিত, এটা অভিজ্ঞতা ও সম্পদ ভাগ করে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেবে।

### বাস্তবায়ন:

কৃষক সমাবেশ বাস্তবায়নের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই। তবে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

- অনুষ্ঠানের স্থান সাজাতে ও বসার ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় সময়ের প্রয়োজন
- নিশ্চিত হওয়া- যে সমস্ত সংস্থা জড়িত তারা প্রত্যেকে অনুষ্ঠানের সময়সূচি ও তাদের দায়িত্ব জানে
- ভাড়া করা সব যন্ত্রপাতি সচল আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

## ১১.৬ লোকজ মাধ্যম

লোকজ মাধ্যমগুলো হচ্ছে সনাতন ধাচের চিত্তবিনোদন এবং দেশব্যাপী যোগাযোগ মাধ্যম। সম্প্রসারণ কর্মসূচির জন্য এগুলো সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য উপায়ে কৃষি তথ্যাদি প্রদানের সুযোগ করে দেয়, কৃষকের মধ্যে স্থানীয় বিষয়াদির ওপর আলোচনা উৎসাহিত করে এবং সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানকে উপভোগ করে। লোকজ মাধ্যমগুলো হচ্ছে:

- গম্ভীরা, পট গান
- জারি গান, সারিগান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউলগান, মুর্শীদি, ঘেটুগান
- যাত্রা, পথনাটক
- গল্প বলা
- নাচ, পুতুলনাচ, 3D এনিমেশন

এ পদ্ধতিগুলো তুলনামূলকভাবে সস্তা ও উপকারী, বিশেষ করে যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা কম। লোকজ মাধ্যম কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী উভয়ের জন্য আনন্দ উৎসব হতে পারে। এগুলো টেলিভিশন ও বেতারের লোকদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। তাই সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

### পরিকল্পনা:

একটি সংক্ষিপ্ত লোকজ মাধ্যম অনুষ্ঠান স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অনেক লোককে অল্প সময়ের মধ্যে জানাতে পারে। লোকজ মাধ্যমের বিষয় হতে পারে জৈব পদার্থের ব্যবহার, বসতবাড়িতে বাগান করা, বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার ইত্যাদি। নিম্ন বর্ণিত ধাপগুলো বিবেচনা করা উচিত:

**কী ধরনের লোকজ মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে সিদ্ধান্ত নেয়া:** কী ধরনের লোকজ মাধ্যম ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে স্থানীয় লোকদের পছন্দের ওপর। সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে গম্ভীরা, গান বা নাটক বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**অভিনেতা অভিনেত্রীদের চিহ্নিত করা:** একবার লোকজ মাধ্যমের ধরন ঠিক হয়ে গেলে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের ঠিক করা হয়। উদাহরণ হিসেবে- মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থানার মনিপুরী সাংস্কৃতিক একাডেমী। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গম্ভীরা গ্রুপ বা অন্য এলাকাতেও এরূপ নাটক গ্রুপ আছে যাদের সঙ্গে অনুষ্ঠান করার জন্য চুক্তি করা যেতে পারে। এছাড়া উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং তথ্য অফিস থেকেও সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে।

**গল্প তৈরি করা:** অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনার মূল বিষয় হচ্ছে গম্ভীরা গান বা গল্পের স্ক্রিপ্ট তৈরি করা। এ স্ক্রিপ্টই বলে দেবে যে কখন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কী বলবেন বা করবেন। স্ক্রিপ্ট খুব লম্বা ও বিস্তারিত হওয়া উচিত নয় এবং এক বা দুটি বিষয় থাকা উচিত। সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্ক্রিপ্টে কৃষির নতুন প্রযুক্তি থাকা উচিত, তবে সাবধান হতে হবে যেন নাটকীয়তা কৃষির বিষয়বস্তুকে ম্লান না করে ফেলে।

**ভৌত সরঞ্জামাদির পরিকল্পনা:** একটি উপযোগী সময়, তারিখ ও স্থানের ব্যবস্থা করা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত। স্থানটি গ্রামে বা ছোট বাজারে খোলামেলা জায়গায় হওয়া উচিত। অভিনয় মোটামুটি সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

**প্রচার:** সাধারণ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ক্যাবল টিভি, কমিউনিটি রেডিও, স্থানীয় খবরের কাগজ, পোস্টার, মাইকিং, লিফলেট কৃষকদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভাল।

### বাস্তবায়ন:

একবার স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে গেলে অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া যায়, লোকজনকে আমন্ত্রণ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো যায় যে অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আয়োজকদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ নিম্নরূপ:

- আগাম উপস্থিত হওয়া এবং নিশ্চিত হওয়া যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত, অভিনেতা অভিনেত্রী এসেছেন।

## ১১.৭ কৃষকগ্রুপ/কৃষক সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে সভা

গ্রুপ বা সংগঠনের সঙ্গে সভা কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য একত্রে মিলিত হয়ে নতুন প্রযুক্তি বা ধারণার ওপর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ করে দেবে। গ্রুপকে সাধারণত দুটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

**ছোট গ্রুপের সভা:** ছোট গ্রুপ/সংগঠন সভায় সাধারণত ২০ জনের বেশি সদস্য থাকে না। এসব সদস্য হয় স্থায়ী গ্রুপের সদস্য, না হয় নির্দিষ্ট কোন কৃষি বিষয়ে আগ্রহী অস্থায়ী গ্রুপের সদস্য। এখানে শুধু একজন সম্প্রসারণ কর্মী থাকেন।

**বড় গ্রুপ বা সামাজিক সভা:** অনেক সম্প্রসারণ কর্মী এবং স্থানীয় সমাজের লোকজন জড়িত থাকবেন। এসব অনুষ্ঠান জরুরি বার্তা বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছানোর জন্য খুব উপকারী এবং মাইকিং করে, পোস্টার লাগিয়ে প্রচার করা যেতে পারে।

সভা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, যেমন:

- **তথ্য সভা:** সম্প্রসারণ কর্মীদের নিকট হতে গুরুত্বপূর্ণ খবর শোনার জন্য বা তথ্য পাওয়ার জন্য কৃষকগণ সভায় যোগদান করেন

- **পরিকল্পনা সভা:** সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষক একত্রে মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট সমস্যা আলোচনা করে সম্ভাব্য সমাধান এবং কার্যক্রম ঠিক করেন
- **বিশেষভাবে আগ্রহী গ্রুপ:** একই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কৃষকগণ একত্রে মিলিত হয়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের সহায়তায় বিশেষ কোন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং আলোচিত বিষয়াদির ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সভা একটি প্রাচীন মাধ্যম কিন্তু আজও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সম্প্রসারণবিদগণ ০৫ (পাঁচ) ধরনের সভার কথা বলেছেন:
- নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় সম্বলিত সাময়িক সভা
- পরিকল্পিত সভা
- প্রশিক্ষণ সভা
- বিশেষ কার্যক্রম বিষয়ক আলোচ্য সভা
- সামাজিক কমিউনিটি আহুত গণসভা

## আলোচনা গাইড লাইন:

- সম্প্রসারণ কর্মী কখনও এমন ভাব দেখাবে না যে তিনি সমস্যার সব ও সঠিক সমাধান দিতে পারেন
- কোন এলাকায় নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে গিয়ে সেখানকার পুরানো পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করবে না
- লোক সম্মুখে পূর্বে নেয়া সিদ্ধান্তকে একেবারেই সঠিক মনে করে ধারণকৃত চিন্তা চেতনা চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা নেবে না
- সম্প্রসারণকালে প্রারম্ভে যদি অকৃতকার্য মনে হয় তাতেও যেন কর্মী কখনও হতাশায় না পড়ে বা ধৈর্য্যচ্যুত না হয়

## পরিকল্পনা:

কৃষকেরা যেসব সমস্যা মোকাবিলা করছেন বা তাদের যেসব চাহিদা আছে তার ভিত্তিতে আলোচনার বিষয় ও আকার নির্ধারণ করতে হবে। এগুলোর মধ্যে আছে:
- যেখানে সম্ভাব্য বিদ্যমান কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সঙ্গে কাজ করা
- অন্যান্য সংস্থা যাদের সম্বন্ধযুক্ত বা অনুমোদিত কৃষক গ্রুপ/সংগঠন আছে তাদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব (পার্টনারশিপ) স্থাপন করা
- স্থায়ী ও অস্থায়ী কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করা
- একই আর্থ সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা হতে এসেছে এবং একই রকম আগ্রহ আছে এমন গ্রুপ সদস্যদের সঙ্গে কাজ করা

কোন কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সঙ্গে প্রশিক্ষণ অধিবেশনের বা গ্রুপ/সংগঠন সভার আয়োজন করার সময় তিনটি মৌলিক বিষয় বিবেচনা করা দরকার, যথা- গ্রুপ/সংগঠনের আকার, আনুষ্ঠানিকতা ও ভারসাম্য।

## আকার:

বড় ধরনের সভার উদ্দেশ্য অর্জন কম হয় এবং খুব সামান্যই অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়, সে তুলনায় ছোট গ্রুপ বেশি ফলপ্রসূ। নিয়ম অনুযায়ী দলে ২০-৩০ জন লোকের বেশি হলে অনেক সমস্যা হতে পারে তবে এটাও অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

## আনুষ্ঠানিকতা:

গ্রুপের সভা আনুষ্ঠানিক উপায়ে ও শিথিল নিয়মকানুনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলে সফল হয়। গ্রুপের সভায় সম্প্রসারণ কর্মীদের নিশ্চিত করা দরকার যে প্রত্যেকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে। চূড়ান্ত রকমের আনুষ্ঠানিক সভায় চেয়ারপারসন, আলোচ্যসূচি ও আনুষ্ঠানিক কার্যবিবরণী দরকার, বিশেষ করে যখন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর লিখিত সিদ্ধান্ত দরকার হয়। বিদ্যমান গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার সময়, যেমন- বেসরকারি সংস্থার সম্বন্ধযুক্ত গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার সময় মনে রাখা দরকার যে গ্রুপের সভা করার নিজস্ব নিয়মনীতি থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা উচিত।

## ভারসাম্য বা সমতা:

সভার সময় উপস্থাপন ও আলোচনা, তথ্য প্রদান এবং অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত।

গ্রুপের সভার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সভা প্রাণবন্ত, অংশগ্রহণমূলক ও খোলামেলা হওয়া উচিত। বক্তৃতা ভিত্তিক আলোচনা বিরক্তিকর হতে পারে।

গ্রুপের সভা পরিকল্পনার দরকারি বিষয়াদি:

- প্রত্যেক সদস্য গ্রুপের সভার প্রয়োজনীয়তা ও কেন দরকার এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন তা নিশ্চিত হতে হবে
- একই পারিপার্শ্বিকতা সম্পন্ন ও একই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা ইতোমধ্যে কোন গ্রুপের সদস্য হয়েছেন এমন অল্প সংখ্যক লোককে আমন্ত্রণ করা
- কৃষকদের নিকট গ্রহণযোগ্য তারিখ, সময় ও স্থানের ব্যাপারে একমত হওয়া।

## বাস্তবায়ন:

সফলভাবে সভা পরিচালনার জন্য নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণ করা উচিত:

- একটা আনুষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশ্ন করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন
- বসার ব্যবস্থা- ঘরের বাইরে মাদুরের উপর চক্রাকারে বসা সম্ভবত সবচেয়ে ভাল। এতে অংশগ্রহণকারীগণ এক অপরকে দেখতে সমর্থ হবেন

- সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা এবং কৃষকদেরকে আলোচনার জন্য মূল সমস্যা বা চাহিদা মনে করিয়ে দেয়া
- বেশি সময় না দেয়া, এক বা দু ঘণ্টাই যথেষ্ট।

সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকদেরকে শস্য মৌসুমব্যাপী তাদের আগ্রহের নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনার জন্য নিয়মিত সভায় মিলিত হতে উৎসাহিত করতে পারেন।

গ্রামভিত্তিক কৃষক সংগঠনের আওতায় গ্রুপ গঠন:

গ্রামভিত্তিক কৃষক সংগঠন এমন একটি মডেল যেখানে বহুসংখ্যক কৃষক একত্রিত হবেন এবং সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

## উদ্দেশ্য:

- সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গ্রামভিত্তিক কৃষক সংগঠন (ভিবিও) তৈরি করে কৃষকদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা
- কৃষকদের সর্বোত্তম আয়, খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শস্যবহুমুখীকরণ, ফলের চাষ এবং বাড়ি ও স্কুলের আঙ্গিনায় সবজি বাগান স্থাপন করা
- খাদ্য উৎপাদনকারী এবং ভোক্তার মধ্যে সঠিক বাজার সংযোগ স্থাপন করা
- কৃষিজাত পণ্যের মূল্যসংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞান বৃদ্ধি করে কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা

## কর্মকৌশল:

গ্রামের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম সংগঠন ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রামের সকল কৃষকদের অংশগ্রহণে গ্রামভিত্তিক সংগঠন গঠন, সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন করতে হবে।

গ্রামভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় এর মাধ্যমে সংগঠনের তহবিল গঠিত হবে। সেই তহবিল ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, মৎস্য ও পশুপালন এবং বিভিন্ন আয় বর্ধন মূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ভিবিও সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান করা যাবে। সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটি ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান, আদায় ও হিসাব সংরক্ষণের কাজগুলি করবে। ফলে অতি দরিদ্র সদস্য তাদের শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে ঘূর্ণায়মান তহবিলে ঋণ গ্রহণ করে আয় বর্ধন মূলক কাজ করতে পারবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সংগঠনের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, কর্মশালা আয়োজন, কৃষক মাঠ স্কুল, বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ, শস্য বহুমুখীকরণ ও উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদনে প্রদর্শনী স্থাপন, উপকরণ প্রদান, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ভিত্তিক সংগঠনে বিভিন্ন প্রকার বিক্রয় গ্রুপ গঠন ও তাদের জাতীয় ছোট-বড় ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে "কৃষি পাঠাগার"। যেখানে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন বই, লিফলেট, ফোল্ডার ও অন্যান্য প্রকাশনা এবং নিয়মিত কৃষি বিষয়ক পত্রিকা ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থা রাখা হবে। লেখা পড়া জানা নেই এমন কৃষক কৃষাণীদের জন্য স্কুল-কলেজ পড়ুয়া স্থানীয় ছেলে মেয়েদের মাধ্যমে বিনামূল্যে সান্ধ্যকালীন কৃষক স্কুলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সরকারের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত "কৃষিতে করণীয়" বিষয়ক নোটিস ও অন্যান্য কৃষি পরামর্শ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রকাশনাসমুহ নিয়মিত কৃষি পাঠাগারের নোটিস বোর্ডে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

## কৃষকগ্রুপের ধরনঃ

ধান/দানা ফসল চাষের সম্ভাবনাময় এলাকায় আগ্রহী সমজাতীয় কৃষকদের নিয়ে ধান/দানা ফসল কৃষক গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে। সবজি চাষের সম্ভাবনাময় গ্রামের অংশ বিশেষ যেখানে চাষীরা সবজি আবাদে আগ্রহী সে সমস্ত সমজাতীয় কৃষকদের নিয়ে সবজি ফসল কৃষক গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে ফল চাষের সম্ভাবনাময় গ্রামের অংশ বিশেষ যেখানে কৃষকগণ ফল চাষে আগ্রহী সে সমস্ত সমজাতীয় কৃষকদের নিয়ে ফল ফসল কৃষকগ্রুপ গঠন করতে হবে।

## করণীয়ঃ

- গ্রামভিত্তিক কৃষক সংগঠনগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডিএইকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে
- সংগঠনকে ডিএই'র নিজস্ব গ্রুপ হিসেবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচিত করাতে হবে
- বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা, উপকরণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদিতে কৃষক সংগঠনের সদস্যদের অগ্রাধিকার দিতে হবে
- নিয়মিত সভা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ডিএই-এর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে
- অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৃষক সংগঠনসমূহের সংযোগ সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করতে হবে
- বার্ষিক প্রতিবেদন থাকবে
- সংগঠনের শেয়ার ও সঞ্চয় থাকতে হবে
- উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা তৈরিতে ডিএই সহায়তা করবে ও তা বাস্তবায়নে ফলো-আপ করবে
- সংগঠনকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে বা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে
- সংগঠনকে জোরদার করে বাজার ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট করতে হবে
- সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে

যখন বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলার সকল ব্লকের গ্রামসমূহে কৃষকেরা সংগঠিত হবে, কৃষি পাঠাগার ও সংগঠনের সহায়তায় ঐক্যবদ্ধ কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নতুন আধুনিক লাগসই ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হবে তখন কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের চাবি-কাঠি কৃষকের নিজের কাছেই থাকবে, মধ্য সত্ত্বভোগী ও ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম কমবে, সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে যা কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে হবে সহায়ক।

## ১১.৮ উঠান বৈঠক

কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমে উঠান বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে:

- বসতবাড়ির উঠানে কৃষকের সঙ্গে আন্তরিক পরিবেশে খোলামেলা আলোচনা করা যায়
- উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে কৃষকের লজ্জা, ভয়ভীতি থাকে না
- কৃষকের মনের কথা প্রকাশ করার সুযোগ বেশি থাকে
- তৃণমূল পর্যায়ে কৃষি সমস্যাসমূহ নিরূপণ সম্ভবপর হয়।

## ১১.৯ কৃষকের আড্ডা

উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে সিভিল সোসাইটি, জনপ্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য চালু করা যেতে পারে কৃষকের আড্ডা কার্যক্রম। সেখানে আলোচনায় প্রাধান্য পেতে পারে ছাদে বাগান, মৌচাষ, জৈব পদ্ধতিতে বসত বাড়িতে নিরাপদ সব্জি ও ফল চাষ, উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা, ভার্মি কম্পোষ্ট, ফেরোমেন ফাঁদ, এনপিভি,ট্রাইকোডার্মা হার্জিয়ানা, জৈব বালাইনাশক, সেচ ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি ইত্যাদি।

## ১১.১০ কৃষি জিজ্ঞাসা

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে কৃষি বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে চালু করা যেতে পারে কৃষি জিজ্ঞাসা কার্যক্রম। প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থীদের কৃষি সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তির চাহিদা পূরণ হবে।

## ১১.১১ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ

উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বলতে ৩০ জন পর্যন্ত সদস্যের একগ্রুপ আগ্রহী কৃষককে তাদের গ্রাম বা ব্লক থেকে অন্য জায়গায় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়াকে বুঝায়। সাধারণত উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ একদিন স্থায়ী হয়। অন্য এলাকার কৃষকেরা যেসব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন বা যে উন্নয়ন সাধন করেছেন বা গবেষণা কেন্দ্রে বা উদ্যান নার্সারিতে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে বা যেসব কার্যক্রম অন্য সম্প্রসারণ সংস্থা বাস্তবায়ন করেছে যেমন- এনজিও তা উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের মাধ্যমে আর এক এলাকার কৃষকদের প্রদর্শন করানো। এ ভ্রমণ বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের মধ্যে ধ্যান ধারণার আদান প্রদান করতে একটি ভাল সুযোগ করে দেয়।

### পরিকল্পনা:

উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের বিষয়বস্তু কৃষকেরা যেসব সমস্যা মোকাবেলা করেন এবং তাদের যেসব তথ্যচাহিদা রয়েছে তার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। একবার বিষয়বস্তু চিহ্নিত হয়ে গেলে সম্প্রসারণ কর্মী তথ্যের ও তথ্যের উৎসের জন্য অনুসন্ধান করতে পারেন।

উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের জন্য নিম্ন বর্ণিত পরিকল্পনা যাচাই তালিকা ব্যবহার করা যেতে পারে:

- **উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের কারিগরী বিষয়বস্তু, স্থান নির্ধারণ:** ভ্রমণের জন্য খুব বেশি বিষয়বস্তু, স্থান নির্ধারণ করা ঠিক নয়। একটি অনুষ্ঠানে সামান্য বিষয় ও স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকলে অংশগ্রহণকারীগণ দেখতে, শিখতে, অনুশীলন করতে ও নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষা করে দেখার অনেক সুযোগ পান
- **যদি গবেষণার কোন সংস্থা জড়িত থাকে:** তাহলে অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা তাদের সঙ্গে মিল করা উচিত, এজন্য তাদের সঙ্গে দেখা করে, তাদের কাছে চিঠি লিখে, তাদেরকে নিয়মিত টেলিফোন, মোবাইল করা যেতে পারে
- **যদি অন্য এলাকার কৃষকেরা এ বিষয়ে জড়িত থাকেন, তাহলে আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে করা উচিত:** উদাহরণস্বরূপ- তাদের সঙ্গে দেখা করে, তাদের সঙ্গে স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং নিশ্চিত হয়ে যে তারা তাদের ক্ষেত খামার পরিদর্শনকারী কৃষকদের দেখাতে সক্ষম ও প্রস্তুত
- **অনুষ্ঠানের স্থানটি আগেই পরিদর্শন করা:** নিশ্চিত হওয়া যে অনুষ্ঠানের স্থানটি উপযুক্ত ও সহজে যাতায়াতের সুবিধা আছে, স্থানীয় অবস্থাদির সঙ্গে পরিচয় হওয়া এবং অন্যান্য কৃষক যারা জড়িত হতে পারেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা
- **ভ্রমণের গমণ পথ, দিন, সময়কাল ও সময়সূচি নির্ধারণ করা:** নিশ্চিত হওয়া যে দিন ও সময়কাল সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য
- **যানবাহনের ব্যবস্থা করা:** যদি ডিএই এর উপযুক্ত যানবাহন থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা উচিত। যদি অন্য সংস্থার যানবাহন থাকে, তাহলে তা ভাড়া নেয়া যেতে পারে
- **আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন বোধে থাকার ব্যবস্থা করা:** কৃষকেরা নিজেরা কিছু খরচ বহন করতে রাজি থাকতে পারেন, তা ভ্রমণের প্রতি সত্যিকার আগ্রহের ইঙ্গিত বহন করবে
- **কৃষকদের সুবিধাজনক স্থানে ও সময়ে একত্রিত করা বা সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করা:** এ কাজটি করা সহজ হবে যদি সবার মতামতের ভিত্তিতে এটা আগাম ঠিক করা যায়।

## বাস্তবায়ন:

যদি ভালভাবে পরিকল্পনা করা হয়, তাহলে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বাস্তবায়ন করা খুব সহজ। ভ্রমণ পরিচালনার সময় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করা উচিত:

- নিশ্চিত হওয়া যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষকদেরকে এক জায়গায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত গমণপথ ও সময়সূচি মেনে চলা হচ্ছে
- ভ্রমণ পরিচালনাকারীদেরকে ভ্রমণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ও দেখার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে উৎসাহিত করা উচিত
- অনুষ্ঠানটির সারসংক্ষেপ করা, ফেরার পথে যে কোন চূড়ান্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং সম্ভাব্য অনুবর্তন কার্যক্রম আলোচনা করে ঠিক করা
- ভ্রমণ শেষ হওয়ার আগেই কৃষকদের নামের তালিকা ও মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ করা।

## ১১.১২ অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন

অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন কৃষক দ্বারা পরিচালিত একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রক্রিয়া। অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো:

- কৃষকের প্রযুক্তিগত ধারণা পরীক্ষা করে দেখা
- অন্য এলাকায় সফল হয়েছে এমন প্রযুক্তি স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা
- বিদ্যমান বা অনুমাদিত প্রযুক্তির আংশিক পরিবর্তন পরীক্ষা করে দেখা বা এগুলো স্থানীয় পরিবেশে বেশি সফল হয় কিনা তা পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- নতুন ধারণা বা প্রযুক্তি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃষকদের তাদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা।

অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রক্রিয়া প্রদর্শনী হতে পৃথক, কারণ:

- কৃষককে পরীক্ষিত বা অনুমোদিত প্রযুক্তি দেখানো হয় না
- কৃষকদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং কৃষকেরা এর পূর্ণ অংশীদার
- ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না, কিছুই অঙ্গিকার করা হয় না।

অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্প্রসারণ কর্মী যারা সহায়তা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করেছেন তারাসহ প্রত্যেকের জন্য একটি শিখন প্রক্রিয়া। কৃষকেরা আসলেই অনেক প্রযুক্তির স্বক্রিয় উদ্ভাবক। অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে কৃষকের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে।

### পরিকল্পনা:

কৃষক বা কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সমস্যার সমাধান পরীক্ষার জন্য অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পরিকল্পনা নিম্ন বর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে করা যেতে পারে:

**কৃষক বা কৃষক সংগঠনের সঙ্গে বিষয় নির্ধারণ:** কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী একত্রে প্রযুক্তি পরীক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন। এসএএও এর ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে তবে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অফিসারের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা উচিত।

যখন কৃষকেরা সমস্যা চিহ্নিত করেন তখন হতেই প্রযুক্তি বা ধারণা পরীক্ষা করার কাজ শুরু করে। কৃষককে তখন সমস্যা, সুযোগ ও ধারণা সম্পর্কে অনেক চিন্তা করতে উৎসাহিত করা উচিত। যে কোন উৎস হতেই ধারণা আসুক না কেন, কী করা হবে এবং কীভাবে করা হবে এ ব্যাপারে কৃষকই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক।

**পরীক্ষামূলক ক্ষেতের পরিকল্পনা:** কৃষক বা কৃষকের সংগঠন ও এসএএও কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের সমর্থন নিয়ে প্রযুক্তি পরীক্ষা ও উদ্ভাবনের নীতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং প্রস্তাব তৈরি করতে পারেন। প্রস্তাবটি হতে হবে বিভিন্নভাবে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যা কৃষকেরা পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছুক।

প্রস্তাবে সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের সময়, কীটনাশকের মাত্রা ও প্রয়োগের সময়, রোপনের দূরত্ব, সেচের পানির মাত্রা ও প্রয়োগের সময় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। মৌলিক নীতি হচ্ছে নিয়ামকগুলোর ভিন্নতা থাকতে হবে এবং আয়, ব্যয় ও উপকারিতার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যেহেতু অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ডিএই এর নিকট একটি নতুন প্রক্রিয়া, সেহেতু একটি নিয়ামক (Factor) ও দুটি প্লটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ভাল। একবার নিয়ামক নির্ধারণ হয়ে গেলে কৃষক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে কোন প্লটে কী করতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উদ্ভাবন পরীক্ষার সফল বাস্তবায়ন নিম্ন বর্ণিতভাবে অর্জিত হতে পারে:

- পরীক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবকে বলতে কৃষককে উৎসাহিত করা
- পিটিডি (PTD) স্থানে মাঠ দিবসের আয়োজন করা। যতদূর সম্ভব পিটিডি একটি গ্রুপ প্রক্রিয়া হওয়া উচিত এবং গ্রুপ আলোচনা, খামার পরিভ্রমণ, গবেষণা কেন্দ্রে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এবং অন্যান্য সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে পরিচালনা করা যেতে পারে
- অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে, পরামর্শ দিতে, শিখতে এবং সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে নিয়মিত পরিদর্শন করা
- এসএএও সমাধান দিতে পারেন না এমন সমস্যা থাকলে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার বা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানো
- একত্রে অগ্রগতি লেখা - কৃষক ও এসএএও একত্রে মাঠের কার্যক্রম, সময়, উপকরণের পরিমাণ ও মূল্য, উত্থাপিত সমস্যা ও গৃহীত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি লিখতে পারেন। এসএএও ডায়েরিতে সব তথ্য লিখতে পারেন এবং কৃষককে তার নিজের তথ্যাদি রাখতে উৎসাহিত করা যেতে পারে
- মাঠের কাজের শেষে খরচ লিখতে হবে। সম্প্রসারণ স্টাফের সহায়তায় কৃষকের খরচ, ফলন (কোন প্রকার উপজাতসহ ও অন্যান্য তথ্য) লিখে রাখা উচিত
- এ নির্দিষ্ট জমিতে কোন প্রযুক্তি সবচেয়ে উপযোগী তা দেখার জন্য মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং প্রতিটি প্লটের খরচ ও লাভের অনুপাত করে বের করা দরকার।

বাস্তবায়নের সময় সম্প্রসারণ কর্মীর উচিত গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখা। এটা আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রসারণ কর্মী ও স্থানীয় গবেষণা কর্মীর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে রক্ষা করা যেতে পারে। পিটিডি এর পরিকল্পনা একটি সভার মাধ্যমে পরীক্ষা করে অনুমোদন করা হয়।

## ১১.১৩ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবস

আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবস একটি গ্রুপ সম্প্রসারণ পদ্ধতি। এটা প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও প্রশিক্ষণসহ একটি লিখিত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্বলিত ও সুসংগঠিত পদ্ধতি। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবস ২০-৩০ জন কৃষকের জন্য অর্ধেক বা পুরো দিনের স্থায়ী অনুষ্ঠান। এটা জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ব্লক যে কোন পর্যায়ে যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

## মৌলিক নীতিসমূহ:

আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবসের জন্য তিনটি নীতি প্রযোজ্য। এগুলো হলো অংশগ্রহণকারীদের যুক্তকরণ, প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারিক এবং ফলাবর্তন।

## অংশগ্রহণকারীদের যুক্তকরণ:

অংশগ্রহণকারী কৃষকদের শিখন প্রক্রিয়ায় স্বক্রিয় হওয়া উচিত এবং নিজেদেরও অবদান রাখা উচিত। প্রশিক্ষণ শুধু একমুখী তথ্য প্রবাহের (যথা- প্রশিক্ষক থেকে কৃষক) প্রক্রিয়া হওয়া উচিত নয়। কৃষকেরা স্বক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে অনেক বেশি শিখতে পারেন। আলোচনা করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করে এবং সব সময় বিষয়বস্তুর সঙ্গে কৃষকের আগ্রহ ও অবস্থার সম্পর্ক স্থাপন করে এতে জ্ঞান অর্জন করা যায়। কৃষকদেরকে মতামত দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, প্রশ্ন করে এবং যোগ্যতা প্রদর্শন করে প্রশিক্ষণ দিনে যথাসম্ভব বেশি অবদান রাখার সুযোগ দেয়া উচিত।

## প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারিক:

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু দৈনন্দিন খামার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ও সমস্যা কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ শিখন চাহিদা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, অংশগ্রহণকারীদের ভালভাবে বুঝার দক্ষতা ও ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত। ব্যাবহারিক বলতে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ব্যবহারের যোগ্য হওয়া উচিত। সুতরাং প্রশিক্ষণে যথেষ্ট কাজ করে শেখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

## ফলাবর্তন:

প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উচিত কৃষকদের নিকট হতে সাড়া পাওয়াকে উৎসাহিত করা। প্রশ্ন করে, বিষয়বস্তুর ওপর কৃষকদেরকে মন্তব্য করতে আমন্ত্রণ করে জানা সম্ভব যে তারা কত ভালভাবে বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছেন এবং তথ্যাদি কতখানি প্রাসঙ্গিক। প্রশিক্ষণার্থীগণ কিছু শিখছেন এবং তারা যা শিখছেন তা তাদের কাজে লাগবে এটা নিশ্চিত করতে অনুষ্ঠানটির সমন্বয় করা যেতে পারে।

## পরিকল্পনা:

আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবসের বিষয়বস্তু কৃষকের চাহিদা ও সমস্যার ওপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করা উচিত। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবসই উক্ত বিষয়ে আলোচনার উৎকৃষ্ট সময়। এটা বার্ষিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বা জরুরি ভিত্তিতে চাহিদা মেটাতে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। উপজেলা কর্মকর্তাদের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার জন্য অনুরোধ জানানো উচিত। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- উপযুক্ত প্রশিক্ষক শনাক্ত করা
- অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা
- প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা

- উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও মাল্টিমিডিয়া স্লাইড তৈরি
- বাজেট তৈরি করা ও অর্থের সংস্থান করা

## উপযুক্ত প্রশিক্ষক শনাক্ত করা:

বিষয় সম্পর্কে ভাল কারিগরি জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ ও সহায়তা করার দক্ষতা সম্পন্ন একজন বা একগ্রুপ প্রশিক্ষক চিহ্নিত করা উচিত।

## অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন, তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করা:

অংশগ্রহণকারী কৃষক ও প্রশিক্ষকদের চাহিদার ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করতে হবে। যখন স্থানীয় প্রশিক্ষক ব্যবহার করা হবে তখন ব্লক অথবা ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ঠিক হবে। অনুষ্ঠানের স্থান, স্থানীয় স্কুল, ইউনিয়ন পরিষদ হল, সরকারি অফিস বা স্থানীয় এনজিও অফিস হতে পারে।

## প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা:

আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবসের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে উদ্দেশ্য ও লিখিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরির ধাপগুলো নিচে দেয়া হলো:

- অনুষ্ঠানের শিখন উদ্দেশ্য ঠিক করা, উদ্দেশ্য হবে প্রত্যাশিত পরিমাপযোগ্য শিখন ফলাফল
- বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যা উদ্দেশ্য অর্জনে দরকার
- বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সাজানো যাতে এগুলো প্রাসঙ্গিক, যুক্তিসঙ্গত ও শিক্ষামূলক হয়
- উদ্দেশ্য অর্জনের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন বা কৃষকদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা
- অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য কী যন্ত্রপাতি বা সামগ্রী দরকার হবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া
- অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ করা

## উদাহরণ:

উপকারী পোকামাকড় শনাক্তকরণ আইপিএম এর একটি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হতে পারে।

**উদ্দেশ্য:** এ অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উপকারী পোকামাকড় শনাক্ত করতে এবং ধান ক্ষেতে কীভাবে থাকতে পারে তা বর্ণনা করতে সমর্থ হবেন।

এটা নিশ্চিত হওয়া যে অংশগ্রহণকারীগণ উপকারী পোকামাকড় শনাক্ত করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছেন। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি থাকতে পারে:

- ফ্লাশ কার্ডে উপকারী পোকামাকড়ের ছবি ও তাদের প্রধান শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য দেখানো

- উপকারী পোকামাকড়ের সংরক্ষিত নমুনাসহ পোকামাকড়ের বাক্স দেখানো এবং উপকারী পোকামাকড়ের উপকারীতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা
- ক্ষেতে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করে উপকারী পোকামাকড় খুঁজে বের করা ও শনাক্ত করা
- একটি ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা যে কোন কার্যাদি উপকারী পোকামাকড়কে ক্ষেতে থাকতে সহায়তা করে

আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিবসে অংশগ্রহণকারীদের জড়িত করা, তাদেরকে ফিরতি-বার্তা প্রদানে সুযোগ দেয়া এবং অনুষ্ঠানটি বাস্তব সম্মত হওয়া দরকার। এর মানে হচ্ছে বক্তৃতার কায়দায় উপস্থাপন ও শুধু আলাপ আলোচনা না করে নিম্ন বর্ণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলোর কিছু কিছু ব্যবহার করা উচিত:

## আলোচনা:

আলোচনা প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের মধ্যেও দ্বিমুখি যোগাযোগে সকলকে জড়িত করে। এটা ভূল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে, আরও তথ্য সংগ্রহ করতে, মতামত বিনিময় করতে এবং সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখতে অনেক সুযোগ করে দেয়। আলোচনাকে সহায়তা করতে অনেক উপায় আছে, যেমন:

**প্রশ্ন উত্তর অধিবেশন:** প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিষয়ের ওপর প্রশ্ন লিখতে অনুরোধ করা। প্রশ্নগুলো সংগ্রহ করা এবং একটা একটা করে পড়া, গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের উত্তর দিতে বলা। উত্তর পাওয়ার পর প্রশিক্ষকের উচিত তার মন্তব্য যোগ করা।

**ব্রেইন স্টর্মিং:** প্রশিক্ষক একটি বিষয় ঠিক করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তাৎক্ষণিক সাড়া দিতে বলবেন। এসব সাড়া তাড়াতাড়ি বোর্ডে লেখা হয়। এ স্তরে কোন আলোচনা হওয়া উচিত নয়, শুধু তাৎক্ষণিক ধারণা সংগ্রহ, ধারণা যাই হোক না কেন তা লিখতে হবে। একবার বোর্ড পূরণ হয়ে গেলে প্রশিক্ষক একটি একটি করে ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মন্তব্য করতে বলবেন।

**প্রতিক্রিয়া প্রদানকারী গ্রুপ:** বক্তৃতা, মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শন বা মাঠ পরিদর্শনের পর গ্রুপের সদস্যদের কয়েকটি, তিন হতে চার জনের দলে ভাগ করে নিতে হবে। তারপর প্রতি গ্রুপকে পূর্ববর্তী কৃত কাজের বিশেষ দিকের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলতে হবে। প্রতি গ্রুপ হতে একজনকে প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করতে বলতে হবে। তিনি পাঁচ মিনিট পর গ্রুপের পক্ষে প্রতিবেদনটি পড়ে শুনাবেন এবং যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

## গ্রুপ অনুশীলন:

আলোচনার মতো গ্রুপ অনুশীলনেও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে তথ্যাদি বিনিময় হওয়া দরকার। এছাড়াও অনুশীলন প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যাদি প্রয়োগের, প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বাড়াতে, জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে এবং এ জ্ঞান বাস্তবে কাজে লাগানোর দক্ষতা বাড়াতে সুযোগ করে দিবে।

উপযুক্ত সামগ্রী তৈরি বা খুঁজে বের করা:
কী ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী লাগবে তা চিহ্নিত করতে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা সাহায্য করবে। এগুলো আগাম খুজে বের করা বা তৈরি করা উচিত। আইপিএম এর উদাহরণে দেখা গেছে যে ফ্লাশ কার্ড, পোকামাকড়ের বাক্স ও ফ্লিপ চার্ট দরকার।

### বাস্তবায়ন:

প্রশিক্ষণ শান্ত পরিবেশ পরিচালিত হওয়া উচিত। যেসব বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়নি, সেসব বিষয়ের ওপর আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া উচিত। অনুষ্ঠানের প্রতিটি অংশের জন্য সাবধানে সময় বরাদ্দ করা উচিত যাতে কোন কিছু করতে তাড়াহুড়া করতে না হয়। অংশগ্রহণকারীগণ যাতে প্রত্যেকে বুঝতে পারেন এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত। মাল্টিমিডিয়া, বিভিন্ন প্রকার দর্শন সামগ্রী ব্যবহার করে প্রশিক্ষণকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করা উচিত।

### ভূমিকা অভিনয় (role play):

ভূমিকা অভিনয় প্রশিক্ষণার্থী ও কৃষকদের মধ্যে অথবা কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে জড়িত করে। যদিও ভূমিকা অভিনয় প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে ব্যবহার করা যায় না, তবুও এগুলো শিখন অনুষ্ঠানে কৃষকদের জড়িত করার জন্য খুব ভাল এবং কৃষকদের ধারণা, উপলব্ধি, জ্ঞান জানার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য খুবই উত্তম উপায়।

## ১১.১৪ কৃষক মাঠ স্কুল

কৃষক মাঠ স্কুল সাধারণত ডিএই সদর দপ্তরের সহযোগিতায় স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। কারণ এগুলো জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের জন্য আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এফএফএস কর্মধারা মাঠ কেন্দ্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক, কাজ করে শেখা। প্রশিক্ষণ একটি শস্য মৌসুম ব্যাপী এবং শ্রেণিকক্ষ ও মাঠের কাজের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণ একটি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এজন্য এটি অংশগ্রহণকারী কর্তৃক গৃহীত খামার ব্যবস্থা অনুসরণ করে। এর মানে হচ্ছে কৃষকদের বর্তমান চাষাবাদ জ্ঞান ও দক্ষতা হতে প্রশিক্ষণ শুরু করা।

### পরিকল্পনা:

ডিএই সদর দপ্তর হতে সাধারণত প্রশিক্ষক নির্বাচন করা হয় এবং তাদেরকে বিভিন্ন ভূমিকা দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ- দু জন এসএএও এর সহায়তায় মূল প্রশিক্ষণের দায়িত্ব কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের ওপর ন্যস্ত হতে পারে। মূল প্রশিক্ষক কি প্রযুক্তি প্রবর্তন করতে হবে এবং কীভাবে এফএফএস পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করতে হবে তার ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। অন্য কর্মকর্তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ- অতিরিক্ত পরিচালক বা উপপরিচালক পরিবীক্ষণ করার জন্য নির্বাচিত হতে পারেন।
"প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে", প্রযুক্তি অনুযায়ী এফএফএস পরিকল্পনা কীভাবে করতে হয় তার ওপর মূল প্রশিক্ষকদের (Core trainer) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনেকদিন পর্যন্ত চলতে পারে। এ প্রশিক্ষণে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

- কৃষক নির্বাচন
- প্রশিক্ষণ সামগ্রীর আয়োজন
- মাঠের কাজের জন্য ও অনুষ্ঠানের জন্য স্থান নির্বাচন
- প্রতিটি অধিবেশনের প্রস্তুতি

**কৃষক নির্বাচন:** অংশগ্রহণকারী কৃষকদের কীভাবে নির্বাচন করা হবে তার নির্দেশনা কোর্স প্রণয়নকারী তৈরি করবেন। এ নির্দেশিকায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- নিশ্চিত করা যে প্রশিক্ষণ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য উন্মুক্ত, লক্ষ্যীভূত সংগঠনের সংখ্যা এ সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে
- কৃষকদের বর্তমান চাষাবাদের অভ্যাস অনুযায়ী নির্বাচন, উদাহরণস্বরূপ- আইপিএম প্রশিক্ষণে এমন কিছু কৃষক দরকার যারা বেশি মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করেন
- কাছাকাছি বসবাসরত কৃষকদের নির্বাচন করা যাতে এফএফএস চলাকালীন ও পরে কৃষক সংগঠন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা যায়

**প্রশিক্ষণ সামগ্রীর আয়োজন:** তথ্য কেন্দ্রে সংরক্ষিত নেই এমন প্রশিক্ষণ সামগ্রীর ওপর বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের দরকার হতে পারে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রীর লম্বা তালিকা থাকতে পারে যা সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আগেই আয়োজন করা দরকার হবে।

**মাঠের কাজের জন্য অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন:** প্রশিক্ষণ অধিবেশন শ্রেণিকক্ষে ও মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এটা স্কুলে, ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে বা এনজিওর সভা কক্ষে হতে পারে। এটা যথাসম্ভব কৃষকের বাড়ির কাছে হওয়া উচিত। একইভাবে মাঠের কাজের ক্ষেতও কৃষকের বাড়ির কাছে হওয়া উচিত যাতে যতদূর সম্ভব প্রকৃত অবস্থায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যায়।

**প্রতিটি অধিবেশনের প্রস্তুতি:** সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণগুলো জ্যেষ্ঠ কারিগরী কর্মকর্তাদের দ্বারা সাধারণত প্রস্তুত করা হয়, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ চলাকালে তা পরীক্ষা করা হয়। এ প্রক্রিয়া মূল প্রশিক্ষকদের প্রযুক্তির ওপর এবং এফএফএস শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে জড়িত ও প্রশিক্ষিত করবে। অধিবেশনগুলো নমনীয় হতে হবে যাতে বিশেষ স্থানীয় তথ্য এফএফএস শিক্ষাক্রমে সমন্বয় করা যায়।

## বাস্তবায়নঃ

যদিও এফএফএস এর প্রধান বিষয়বস্তু পূর্ব নির্ধারিত এবং বাস্তবায়নের নির্দেশনা সম্ভবত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে আসবে, তবুও নিচের বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হলো:

**কর্মসূচি তৈরি ও আয়োজনঃ** অন্যান্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মতোই, এফএফএস কর্মসূচিও ভালভাবে তৈরি ও আয়োজন করা উচিত। এফএফএস একটি মৌসুম ব্যাপী কর্মসূচি, তাই প্রশিক্ষণ সুবিধাদি প্রশিক্ষণ সময়কালের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

**আগ্রহ ধরে রাখাঃ** প্রশিক্ষণ অধিবেশনের শেষের দিকে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে অধিবেশনের পরবর্তী বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আলোচনা করা। উদাহরণস্বরূপ- কোথায় এ অনুষ্ঠানটি হবে, গ্রুপ/সংগঠন কী বিষয়গুলো দেখবে, মাঠের কাজ কতক্ষণ স্থায়ী হবে ইত্যাদি। এফএফএস অধিবেশন যতটা সম্ভব অংশগ্রহণমূলক ও স্বক্রিয় হওয়া উচিত।

**কৃষক সংগঠনঃ** অধিকাংশ এফএফএস এ প্রধান অংশই হচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ/সংগঠনে কাজ করতে উৎসাহিত করা। কিছু কিছু এফএফএস ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু কাজ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে যা সংগঠনে সহায়ক হয়।

**দ্বিমুখী শিখনকে সহায়তাঃ** মাঠের কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষক উভয়েরই একত্রে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এটা সমস্যা সমাধান ও কার্যক্রম ভিত্তিক কর্মসূচিকে সমর্থন করে যা উন্নয়নে অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা দরকার।